পাঠ ৮

মাতৃভাষার পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠটীকা

ভূমিকা

আপনি একজন শিক্ষক এবং সমাজের একজন সদস্য। মানুষ হিসেবে প্রাত্যহিক জীবনে আপনাকে অসংখ্য কাজ করতে হয়। প্রতিটি কাজের জন্য নিশ্চয়ই আপনি পূর্ব থেকে কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কি ভাবে কাজটি সম্পন্ন করবেন তার একটা ছক মনে মনে এঁকে নেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলেতো কথাই নেই। যদি সত্যি তা-ই করেন তবে দেখবেন আপনার কাজটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এবং যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আপনি কাজটি করেছেন সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য আপনি এই যে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, এটাই পূর্ব পরিকল্পনা।

যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হয়। শিক্ষক হিসেবে আপনি যখন শ্রেণিতে পাঠদান করতে যান, সেটি নিশ্চয়ই আপনার জন্য আর দশটি কাজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা দেশের কাজ, দশের কাজ, জাতির কাজ। এ ধরনের একটি কাজের সাথে জড়িত হতে পেরে আমি, আপনি, আমরা শিক্ষক-সম্প্রদায় গর্ববোধ করতে পারি। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আমরা অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করব।

শিক্ষক হিসেবে আপনি যখন শ্রেণিতে পাঠদান করছেন তখন আপনার প্রধান কাজ শেখানো, সেখানে অন্য একটি পক্ষ থাকে যারা আপনার কাছ থেকে শিখছে, তারা শিক্ষার্থী। কাজেই শিক্ষা প্রক্রিয়ার দুটি দিক হল শিখন-শেখানো। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যদিয়ে চলে শিক্ষা প্রক্রিয়া। এটাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম।

শিখন ও শেখানো কাজে শিক্ষকের প্রস্তুতি, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও বাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের লক্ষ্যে ‘মাতৃভাষার পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠটীকা’ শীর্ষক এ ইউনিটটি রচিত। এই ইউনিটের চারটি পাঠে বিদ্যালয়ভিত্তিক কার্যকর শিক্ষণের প্রস্তুতি হিসেবে বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা ও দৈনিক পাঠটীকা প্রণয়নের প্রচলিত নীতিমালা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৮.১: বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা

পাঠ- ৮.২: পাঠটীকা প্রণয়ন

পাঠ- ৮.৩: পাঠটীকার বিভিন্ন প্রচলিত কাঠামো ও নমুনা

পাঠ- ৮.৪: শিক্ষা উপকরণ: ধারণা, উদ্দেশ্য, ব্যবহার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

পাঠ ৮.১

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- একটি বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন।

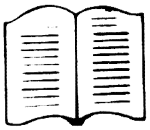

পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকে বিন্যস্ত পাঠের বিষয়গুলোকে একটি শিক্ষাবর্ষে কিভাবে পাঠদান করে সম্পন্ন করা হবে তার পরিকল্পনাকে বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা বলা হয়। শিক্ষাবর্ষের প্রথমে এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করে নিলে নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠের বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলভাবে পাঠদান করা সম্ভব হয়। এ ধরনের পরিকল্পনার ফলে পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সময়ের বণ্টন যথাযথ হয়। এবং অবস্থার গুরুত্ব অনুসারে পাঠের বিষয়বস্তু শ্রেণিতে আলোচিত হওয়ার সুযোগ থাকে।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা কেন?

প্রত্যেক শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি অনুযায়ী মাতৃভাষা বাংলার পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকের প্রত্যেকটি পাঠ পড়ানো শেষ হলে নির্দিষ্ট শ্রেণির শিশুরা নির্ধারিত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে যেন প্রতিটি শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পঠন ও অনুশীলনের মাধ্যমে শেষ করা যায়। এর সাথে পুনরালোচনা, মূল্যায়ন, নিরাময়মূলক পাঠদান তো আছেই। সুতরাং সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষককে বছরের প্রথমে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এবং সেটি অনুসরণ করে তাঁকে সারা বছর পাঠদানের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করে নিলে প্রতিটি পাঠের প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়।

চিহ্নিত শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য

আমরা জানি প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের কোন কাজের উদ্দেশ্য যদি জানা থাকে তাহলে কাজটি বাস্তবায়ন করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব হয় এবং পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে গেলে কাজটি সুচারুরূপে শেষ করাও সম্ভব হয়। শিক্ষণের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষ করা যায়। কোন বিষয় এবং তাঁর প্রতিটি বিষয়বস্তু পড়াবার উদ্দেশ্য যদি শিক্ষকের জানা থাকে তবে উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন ও পাঠ উপস্থাপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে তার বিশেষ সুবিধা হয় এবং তিনি সারা বছর সফলভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপন করতে পারেন। ফলপ্রসূ শিক্ষাদানের জন্য আপনাকে অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দশ্যগুলো জানতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যে নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম রয়েছে তাতে আপনি এই উদ্দেশ্যগুলো খুঁজে পাবেন। একজন দায়িত্ববান শিক্ষক হিসেবে মূলত এসব উদ্দেশ্য অনুযায়ী আপনাকে পাঠদান করতে হবে।

এন. এ. বসি. বলেছেন – "শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পৌঁছানোর জন্য বিভিন্নকরণীয় বিষয়ের বিবরণই হল পাঠ-পরিকল্পনা।"

উদ্দেশ্যগুলো জানার পর আপনি আপনার কার্যক্রমের অর্থাৎ বিষয়টি শিক্ষাদানের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করবেন। আপনি মোটামুটি পাঁচটি ভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের পরিকল্পনা করতে পারেন–

বার্ষিক	ত্রৈমাসিক	মাসিক	সাপ্তাহিক	দৈনিক

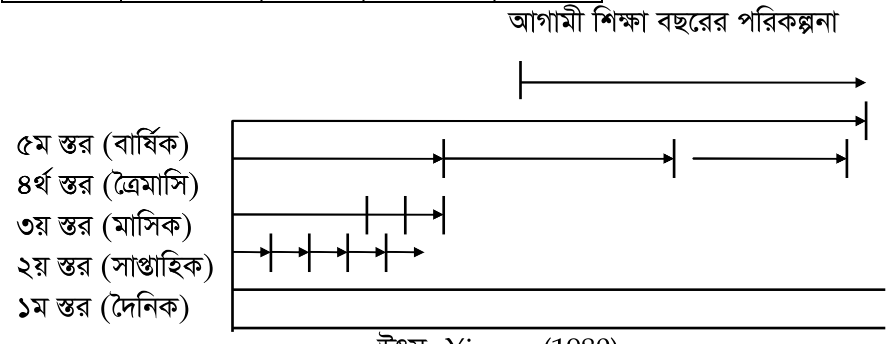

উৎসঃ Yinger (1980)
বিষয় শিক্ষকের পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর।

বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে আপনার পক্ষে উপরোক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে একজন সচেতন শিক্ষক হিসেবে আপনি কমপক্ষে দুধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেনই–

১. বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা (দলগত)।

২. দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা (প্রতিদিনের প্রতিটি পাঠের জন্য একক পরিকল্পনা, যাকে পাঠটীকা বলা হয়)।

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

১. বছরের প্রথমে শিক্ষকমন্ডলী সম্মিলিতভাবে হিসাবে করে বছরের মোট কর্মদিবস, সাময়িকী ও প্রান্তিক মূল্যায়নের জন্য সময় ঠিক করে নেবেন। এখানে বলা প্রয়োজন কোন স্কুলে দুটি, কোন স্কুলে তিনটি সাময়িকীতে বছরকে বিভক্ত করা হয়। এখন আপনাদের স্কুলের জন্য আপনারা কোনটি গ্রহণ করবেন সেটাও শিক্ষকবৃন্দের সভায় আলোচনা করে নিতে হবে।

২. মোট কর্মদিবস কিভাবে হিসাব করবেন? চলতি বছরের ক্যালেন্ডার ও ছুটির তালিকা দেখে আপনি হিসাব করতে পারবেন ঐ বছরে কতদিন আপনি আপনার নির্দিষ্ট বিষয়টির ক্লাস পাচ্ছেন। যেমন, একটি বছরে ৫২ সপ্তাহে ৫২ দিন সাপ্তাহিক ছুটির সাথে তালিকা অনুযায়ী উপলক্ষভিত্তিক ছুটি থাকে ৭৫ দিন। ফলে মোট ছুটি থাকে ১২৭ দিন। তাহলে মোট কর্মদিবস পাওয়া যায় =৩৬৫-১২৭=২৩৮ দিন। এ থেকে জানুয়ারি মাসের ৩ সপ্তাহের ১৮ দিন ও ডিসেম্বরের শেষ ২ সপ্তাহের ১২ দিন বাদ দিতে হবে। কারণ জানুয়ারি মাসে শিক্ষার্থীদের নতুন বই সংগ্রহ করতে দেরি হয় এবং বছরের প্রথমে এই সময়ে স্কুল গুলোতে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম চলতে থাকে। এ সময় দেশব্যাপী শিক্ষাপক্ষ বা শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হয়। এছাড়া শ্রেণি বহির্ভূত কার্যাবলি– বনভোজন, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, অভিনয়, খেলাধূলা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষার পর স্কুলের পড়াশোনার আনুষ্ঠানিক কাজ চলে না। সুতরাং সারা বছরে শ্রেণিতে কাজ চলে ২৩৮-(১৮+১২) = ২০৮ দিন।

৩. উপরের হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের প্রতি শ্রেণির জন্য বছরে ২০৮টি মাতৃভাষার পিরিয়ড পাওয়া যায়। কারণ মাতৃভাষা প্রতিদিনের রুটিনেই থাকে। তবে পাঠদানের জন্য সবগুলো কর্মদিবস পাওয়া যায় না। কিছুদিন পুনরালোচনার বা নিরাময়মূলক পাঠদানের জন্য হাতে

রাখতে হবে। এছাড়া তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের পাশাপাশি বছরে ২/৩টি প্রান্তিক মূল্যায়নের জন্য ২/৩ সপ্তাহ ঠিক করে রাখতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে কেবল ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে। সুতরাং এই শ্রেণি দুটিতে প্রান্তিক মূল্যায়নের জন্য কোন দিন বাদ দিতে হবে না।

আবার এর মধ্যেও এসে যেতে পারে কোন অনিবার্য ছুটি। কিংবা শ্রেণিকক্ষের এক ঘেয়েমী কাটাবার জন্য আপনি শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে পারেন কোন শিক্ষামূলক ভ্রমণে। এখন ক্যালেন্ডার দেখে আপনি ঠিক হিসাব করতে পারছেন বছরে কতদিন আপনি আপনার নির্দিষ্ট বিষয়টির ক্লাস পাচ্ছেন।

৪. এবার আপনি একটি টিচিং ক্যালেন্ডার বা শিক্ষণ বর্ষপঞ্জি তৈরি করে নিন। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো এবং পাঠ্যসূচিতো আপনার জানাই আছে। এবার হিসাব করে বের করে নিলেন আপনার নির্দিষ্ট বিষয়টির ক্লাসের সংখ্যা। এগুলোর দিকে লক্ষ রেখে এবং সবগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে বছরের কোন সময়ে কোন বিষয়বস্তু পড়াবেন তার একটা পরিকল্পনা করে নিন। এটাই আপনার টিচিং ক্যালেন্ডার।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত "শিক্ষক নির্দেশিকা" এ ব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

মনে রাখবেন, সারা বছরের এই পরিকল্পনা অবশ্যই সময় ও দেশীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হতে পারে।

আপনার টিচিং ক্যালেন্ডারটি নিম্নরূপ ছকে বিন্যস্ত করতে পারেন:

- সাল -

মাস	সাপ্তাহিক ছুটি	উপলক্ষ ভিত্তিক ছুটি	মোট ছুটি	মোট কর্মদিবস	প্রান্তিক মূল্যায়ন	অন্যান্য কর্মতৎপরতা	প্রতিটি সাময়িকীর জন্য প্রাপ্য পাঠদানের দিবস	**মন্তব্য**
জানুয়ারি								
ফেব্রুয়ারি								

উপরের ছকে (প্রত্যেকটি কলামের নিচে বারটি করে ঘর টেনে নিতে হবে। প্রথম কলামে নিচের দিকে পরপর বার মাসের নাম লিখে নিতে হবে।) এবার মাসকে ভিত্তি করে অন্যান্য কলামগুলো পূর্ণ করতে হবে। মন্তব্যের কলামটি যথাসময়ে প্রয়োজন সাপেক্ষে পূরণ করতে হবে। জানুয়ারি মাসের প্রথম তিন সপ্তাহের কর্মদিবসগুলো প্রথম সাময়িকীতে না দেখালেও চলবে। কারণটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তৈরি হয়ে গেল একটি শিক্ষাবর্ষের জন্য টিচিং ক্যালেন্ডার। এবার বিষয়ভিত্তিক বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে।

৫. নিম্নরূপ ছকে বাংলা সহ অন্যান্য বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করা যায়:

সাময়িকী ও কর্মদিবস	বিষয়বস্তু/পাঠ	পিরিয়ড	পাঠ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য

বাংলা বিষয়ের শিক্ষক শ্রেণি রুটিন অনুযায়ী নিজ বিষয়ের জন্য কয়টি পিরিয়ড পাবেন তা ঠিক করে নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করবেন। প্রত্যেক শ্রেণির জন্য পৃথক পৃথক পরিকল্পনা হতে হবে। ব্যক্তিগত পরিকল্পনা শিক্ষকবৃন্দের সভায় আলোচনা করে চূড়ান্ত করতে হবে। ছকে প্রদত্ত শেষ কলাম দুটি শিক্ষক যথাসময়ে পূরণ করবেন। প্রধান শিক্ষক মাঝে মাঝে এটি পর্যালোচনা করবেন। এগুলো পাকা খাতায় সংরক্ষণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে–
ক. পাঠদানের ধারাবাহিক পরিকল্পনা
খ. বিদ্যালয়ের সারা বছরের কর্মপরিকল্পনা
গ. পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ সমাপ্ত করার বার্ষিক পরিকল্পনা
ঘ. পাঠটীকা অনুসরণ করে পাঠদানের বার্ষিক পরিকল্পনা।

২. বছরের যে কর্মদিবসগুলো পাঠদানের জন্য পাওয়া যাবে সেগুলো আমরা ব্যবহার করব–
ক. কেবল পাঠদানের জন্য
খ. পাঠদান ও পুনরালোচনার জন্য
গ. পাঠদান ও মূল্যায়নের জন্য
ঘ. পাঠদান, পুনরালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য।

৩. কিসের ভিত্তিতে বার্ষিক পূর্ণ কার্যদিবস হিসেব করা হয়?
ক. ক্যালেন্ডার, ছুটির তালিকা ও ক্লাস রুটিন
খ. ক্যালেন্ডার, পাঠটীকার সংখ্যা, ছুটির তালিকা
গ. ছুটির তালিকা, ক্লাস রুটিন, পাঠটীকা
ঘ. পাঠপরিকল্পনা, ক্যালেন্ডার, ক্লাস রুটিন।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. যে কোন একটি নির্দিষ্ট বছরের টিচিং ক্যালেন্ডার তৈরি করুন।

২. বাংলাসহ অন্যান্য বিষয়ের বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার একটি ছক তৈরি করুন।

পাঠ ৮.২

পাঠটীকা প্রণয়ন

ভূমিকা

শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত ভাষায় ‘পাঠ-পরিকল্পনা’, ‘পাঠটীকা’, ‘পাঠদান অনুশীলন’, ‘ব্যবহারিক পাঠদান’, ‘শিক্ষণাভ্যাস’ ইত্যাদি শব্দ বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত। এসব আলোচনায় ও ব্যবহারে এ শব্দগুলো বিকল্প বা সমার্থক শব্দ হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। আমাদের আজকের পাঠে আমরা ‘পাঠটীকা’ শব্দটি প্রতিদিনের প্রতিটি পাঠের একক পাঠ-পরিকল্পনা কথাটির বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছি। মূলত পাঠটীকা হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি পাঠের শ্রেণিকক্ষ পাঠদানের পরিকল্পনা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- হার্বাটের পঞ্চসোপান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- পাঠটীকা প্রণয়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

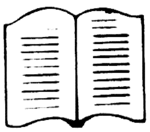

পাঠটীকা প্রণয়ন ও পাঠদান অনুশীলন শিক্ষকদের শিক্ষাদান সম্পর্কিত কাজের একটি অবশ্য করণীয় কাজ। শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষ পাঠদানের কৌশলগুলো আয়ত্ত করবার প্রয়োজনে ক্রমাগত অনুশীলন করতে হয়। পাঠটীকা এই অনুশীলনকেই অর্থবহ করে তোলে। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শেখা ও শেখানো কাজটিকে মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফলে কাজটি আরও বেশি পরিকল্পনা ও অনুশীলন সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে।

পাঠটীকা প্রণয়নের কৌশল

পাঠটীকা প্রণয়ন ও উদ্ভাবনের সঙ্গে যাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িত তিনি হচ্ছেন হার্বাট। তিনিই প্রথম শ্রেণিকক্ষ পাঠদানকে একটি যৌক্তিক কাঠামোর ওপর দাঁড় করানোর কথা ভেবেছিলেন এবং দাঁড় করিয়েছিলেন।

হার্বাট

হার্বাট: সম্পূর্ণ নাম জন ফ্রেডারিক হার্বাট। বিশিষ্ট জার্মান শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর মতে প্রকৃতি ও সমাজের সংস্পর্শে শিশু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটে।

অনেক পর্যবেক্ষণ করে হার্বাট দেখতে পান যে, শেখা ও শেখানোর কাজটি শিক্ষকের নিছক খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে না। তাঁকে অবশ্যই একটি যৌক্তিক ধারাক্রম অনুসরণ করতে হয়। এ ধারাক্রমটিকে তিনি পাঁচটি স্তরে বা ধাপে বিন্যস্ত করেছেন। আর, এটাই হচ্ছে হার্বাটের ‘পঞ্চসোপান’। বস্তুত হার্বাটকে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে পাঠটীকা প্রণয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে নানা পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটেছে। পাঠদানের জন্য হার্বাটের পাঁচটি সোপান হচ্ছে:

হার্বাটের পঞ্চসোপান

- প্রস্তুতি- Preparation
- উপস্থাপন- Presentation

- তুলনা- Comparison ev অনুষঙ্গ স্থাপন Association
- সূত্র-গঠন- Generalization
- প্রয়োগ ও অভিযোজন- Application.

পাঠদানের এই সোপানগুলো নিয়ে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বর্তমানে হার্বাটের আদর্শকে অনুসরণ করে উল্লিখিত পাঁচটি সোপানকে সংক্ষিপ্ত করে তিনটি সোপানে পাঠটীকা প্রণয়ন করা হয়। সোপান তিনটি হল:

বর্তমানের ত্রিসোপান

- প্রস্তুতি
- উপস্থাপন
- প্রয়োগ, মূল্যায়ন ও অভিযোজন।

তুলনা ও সূত্র-গঠন- এদুটি পর্যায়কে উপস্থাপন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও পাঠটীকা প্রণয়নকালে শিক্ষককে যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে:

পাঠটীকা প্রণয়ন কালে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে

- শ্রেণিভেদে শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক সামর্থ ও শিক্ষাস্তর।
- শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান ও শিক্ষা পরিবেশ।
- পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট সময়কাল।
- নির্দিষ্ট পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ।
- উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান, ধারণা, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ বিষয়ক যোগ্যতাসমূহ।
- পাঠের প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক উপকরণাদির উল্লেখ ও তার ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনা।
- পাঠের ব্যাখ্যা, বর্ণনা, উদাহরণ ও বিশ্লেষণ।
- পাঠ মূল্যায়ন কৌশল: প্রশ্নমালা।
- পাঠ সহায়ক নির্ধারিত কাজ (Assiganments/Projects)।

একটি বিশেষ শ্রেণির জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠকে পাঠটীকার মাধ্যমে জীবনমুখী ও বাস্তবমুখী করে তোলার সার্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা শিক্ষকের জন্য একান্তভাবে কাম্য।

বর্তমানে প্রচলিত ত্রি-সোপানের সোপানগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

১. প্রস্তুতি: প্রস্তুতি দুরকম। (ক) শ্রেণিতে যাওয়ার পূর্বের প্রস্তুতি এবং (খ) শ্রেণিতে যাওয়ার পর পাঠ আরম্ভ করার প্রস্তুতি।

ক. শ্রেণিতে যাওয়ার পূর্বের প্রস্তুতিকে পাঠটীকার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শর্তগুলো হচ্ছে:

পাঠটীকার পূর্বশর্ত

- নির্দিষ্ট পাঠ ও পাঠের যে বিশেষ অংশটি পড়াবেন তা নির্বাচন করবেন।
- পাঠের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য নির্ধারিত অংশটি কয়েকবার পড়াবেন।
- নির্ধারিত বিষয়টি শেখানোর উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করবেন এবং অর্জিতব্য যোগ্যতাগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন।
- পাঠের বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে রেফারেন্স বই, অভিধান, বিশ্বকোষ ইত্যাদি পর্যালোচনা করবেন।
- প্রাসঙ্গিক সহায়ক উপকরণ নির্বাচন করবেন।
- শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক সামর্থ্য বিবেচনা করে সর্বাপেক্ষা উপযোগী পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।
- পাঠ পরিবেশনা, অনুশীলন ও মূল্যায়নের কৌশলগুলো সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।

(খ) শ্রেণিতে প্রবেশ করার পর পাঠ আরম্ভ করার প্রস্তুতি হিসেবে আপনাকে করতে হবে ঃ

পাঠ উপস্থাপনের প্রস্তুতি

- শিশুদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। তাদের কুশলাদি জেনে নিন।
- শ্রেণিবিন্যাস করুন। প্রয়োজনে আপনার মত করে শ্রেণিকে এবং শ্রেণির শিশুদেরকে বিন্যস্ত করে নিন।
- শ্রেণির এবং শিশুদের পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ করুন। সাধারণত দিনের প্রথম পিরিয়ডে এ কাজগুলো করা হয়।
- পাঠের প্রতি শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি করুন। পাঠটি নতুন হলে প্রাসঙ্গিক গল্প, ঘটনা বা কথা উল্লেখ করুন। পাঠটি পূর্ব পাঠের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে পুরোনো পাঠ থেকে প্রশ্ন করেও শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ নতুন পাঠের কাছাকাছি এলেই পাঠ ঘোষণা করুন এবং নতুন পাঠের পাঠশীর্ষ বা শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিন।

২. উপস্থাপন: পাঠের প্রসঙ্গ ধরিয়ে দেওয়ার পর পরই শিক্ষক যে কাজটি করেন তা হল উপস্থাপনা। এটাই পাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাতৃভাষা বাংলার উপস্থাপন প্রক্রিয়া অন্যান্য বিষয়ের উপস্থাপন প্রক্রিয়া থেকে একটু ভিন্নতর। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে আপনি নিচের ধারাগুলো অনুসরণ করতে পারেন:

শিক্ষকের আদর্শ পাঠ

ক. বাংলা গদ্য ও পদ্য পাঠের সময় সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে উপস্থাপন শুরু করতে পারেন। এরপর উপকরণ সরিয়ে রেখে আপনি (শিক্ষক) নিজে শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে, সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পাঠটি পড়ুন। প্রয়োজনে একাধিক বারও পড়তে পারেন। এটাকে শিক্ষকের আদর্শ পাঠ বলা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের পড়ার যোগ্যতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে পড়তে হবে। শিশুরা শিক্ষক অর্থাৎ আপনার সঙ্গে প্রথম দিকে কণ্ঠ মিলিয়ে, বই দেখে

দেখে পড়বে পরে তারা একক ভাবে পড়বে। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণিতে শিক্ষকের আদর্শ পাঠের পর শ্রেণির ভাল পড়ুয়াকে দিয়ে পড়ার সূচনা করাতে পারেন।

উচ্চারণ ত্রুটি সংশোধন

খ. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আদর্শ পাঠের পর শিশুকে কয়েকবার নিজ নিজ বই দেখে পড়তে দিতে হবে। শিশুরা পড়তে থাকবে। আপনি লক্ষ রাখবেন কে পড়তে পারছে আর কে পারছে না। পাঠের শেষে তাদেরই সহযোগিতায় তাদের উচ্চারণ ত্রুটি শুধরে দিতে হবে। যারা পিছিয়ে আছে তাদেরকে ব্যক্তিগত সাহায্য দিন। যদি দেখা যায় অধিকাংশ শিশু পড়তে পারছে না, তবে আপনাকে পুনরায় আদর্শ পাঠ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, পাঠের যোগ্যতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাজে যাওয়া ঠিক হবে না।

শব্দার্থ আলোচনা

গ. শব্দার্থ আলোচনা– প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে শিশুর জানাশব্দ থাকে বলে সেখানে শব্দার্থ আলোচনার প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য শ্রেণিতে কঠিন শব্দ বাছাই করে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় তার অর্থ চকবোর্ডে লিখ দিবেন। এবং শিক্ষার্থীদেরকে শব্দার্থগুলো তাদের খাতায় লিখে নিতে বলবেন। তারা লিখেছে কিনা তা যাচাই করে দেখবেন।

পাঠ্যাংশ আলোচনা

ঘ. এরপর পাঠ্যাংশ আলোচনা করতে হবে। আলোচনা হবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। শিক্ষক হিসেবে আপনি কেবল বক্তৃতা দিবেন না। প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ দিতে পারেন। এ পর্যায়ে ভাষার বিশেষ ব্যবহার হিসেবে– বাক্য রচনা, বিপরীত শব্দ, কঠিন শব্দের বানান ইত্যাদি শেখাতে হবে। কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ ও তাল বজায় রেখে আবৃত্তি করার অনুশীলন করাবেন।

যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদানের ক্ষেত্রে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, পাঠ থেকে যে যে যোগ্যতা অর্জিত হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই সেই যোগ্যতা অর্জন করার জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ দেবেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কে কে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তা চিহ্নিত করবেন এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে দুর্বল শিশুটিকে শিখন ফল অর্জনে সাহায্য করবেন।

নীরব পাঠ

ঙ. নীরব পাঠ: প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে নীরব পাঠের অবকাশ নেই। তৃতীয় শ্রেণির শেষের দিক থেকে ধীরে ধীরে শিশুদের নীরব পড়ার অভ্যাস গঠনের অনুশীলন করাতে হবে। নীরব পাঠের উদ্দেশ্য হবে মর্ম গ্রহণ। নীরব পাঠের পর প্রশ্ন করে জেনে নিন সে পাঠের মর্ম গ্রহণ করতে পেরেছে কি না।

উপস্থাপনকালে সব শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন। কোন শিশু যেন অবহেলিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

৩. মূল্যায়ন: প্রতিদিনের প্রতি পাঠ মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন হবে যোগ্যতা ভিত্তিক। বলা ও পড়ার যোগ্যতা মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। লেখার যোগ্যতা মূল্যায়নে শিশুকে লেখার সুযোগ দিতে হবে। মাতৃভাষা বাংলার জ্ঞান শুধু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা যায় না। তাই মূল্যায়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের– রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের– অবতারণা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. হার্বাট ছিলেন–
ক. জাপানি শিশু মনস্তত্ত্ববিদ
খ. জার্মান শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক
গ. আমেরিকান দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদ
ঘ. ইউরোপিয়ান নৃতত্ত্ববিদ ও শিক্ষাবিদ।

২. হার্বাটের পঞ্চসোপানকে বর্তমানে কয়টি সোপানে রূপান্তরিত করা হয়েছে?
ক. তিনটি
খ. চারটি
গ. ছয়টি
ঘ. সাতটি।

৩. নীরব পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে–
ক. পাঠের প্রতি অধিক মনোযোগী করা
খ. শিশুর চঞ্চল মনকে স্থির করা
গ. শিক্ষককে বিরক্ত না করে পাঠ্যভ্যাস করা
ঘ. পাঠের মর্ম গ্রহণ করা।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পাঠটীকার পূর্ব শর্তগুলো উল্লেখ করুন।

২. হার্বাট ও তার পঞ্চসোপান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

পাঠ ৮.৩ পাঠটীকার বিভিন্ন প্রচলিত কাঠামো ও নমুনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- পাঠটীকার বিভিন্ন প্রচলিত কাঠামো বা Format তৈরি করতে পারবেন;
- নমুনা পাঠটীকার আলোকে প্রয়োজনীয় পাঠটীকা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন এবং
- পাঠটীকার প্রচলিত যে কোন কাঠামো অনুসরণ করে পাঠটীকা প্রণয়ন করতে পারবেন।

পাঠটীকার বিভিন্ন প্রচলিত কাঠামো

এ পাঠে আমরা পাঠটীকার বিভিন্ন কাঠামো নিয়ে আলোচনা করব। পাঠদানের বিভিন্ন বিভিন্ন পর্যায় বা স্তরগুলোরকে সুবিন্যস্তভাবে পাঠটীকায় অন্তর্ভূক্ত করার জন একটি সুসংহত Format বা পাঠামোর প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে পাঠটীকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি কাঠামো অনুসৃত হয়ে থাকে। নিম্নে চারটি নমুনা কাঠামো তুলে ধরা হল:

প্রথম কাঠামো

বিদ্যালয়:	বিষয়:
শিক্ষকের নাম:	সাধারণ পাঠ:
শ্রেণি: বয়সের গড়:	বিশেষ পাঠ:
ছাত্র সংখ্যা:	সময়: তারিখ:

উদ্দেশ্য: সাধারণ -
বিশেষ -

উপকরণ:			
সোপান	বিষয়	পদ্ধতি	মন্তব্য
প্রস্তুতি			
উপস্থাপন			
মূল্যায়ণ			
অভিযোগ/নিরাময়মূলক ব্যবস্থা			

দ্বিতীয় কাঠামো
বিষয় (সাধারণ)
পাঠ্য বিষয়—
শ্রেণি—

উদ্দেশ্য	সাধারণ: বিশেষ:
ধারণা	
উপকরণ	সাধারণ:
	বিশেষ:

সোপান/স্তর	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীর কাজ
১. প্রস্তুতি		
২. উপস্থাপন		
৩. মূল্যায়ন		
৪. অভিযোজন/নিরাময়মূলক ব্যবস্থা		

তৃতীয় কাঠামো

	বিষয়: পাঠ্য বিষয়: শ্রেণি:
উদ্দেশ্য	(ক) সাধারণ: (খ) বিশেষ: (গ) আচরণিক
ধারণা	
প্রস্তুতি	
মূল্যায়ন	
অভিযোজন/ নিরামময়মূলক ব্যবস্থা	

চতুর্থ কাঠামো

বিষয়: (সাধারণ):
শ্রেণি:
সময়:

বিশেষ পাঠ	উদ্দেশ্য	ধারণা	উপকরণ	বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ	পাঠদানের স্তর বা সোপান	পদ্ধতি	মূল্যায়ন ও অভিযোগ/ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা
	সাধারণ বিশেষ				১. ২. ৩.		
আত্ম বিশ্লেষণ							

এবারে আমরা একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো তুলে ধরছি—

সংক্ষিপ্ত পাঠটীকার কাঠামো (নমুনা)

বিদ্যালয়: শ্রেণি: শিক্ষার্থীর সংখ্যা			বিষয়: পাঠ: বিশেষ পাঠ:	
উদ্দেশ্য	**ধারণা**	**উপকরণ**	**শিক্ষখ/ শিক্ষার্থীর কাজ**	**মূল্যায়ন/ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা**
বাড়ির কাজ				
প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের নিজস্ব সমালোচনা/মন্তব্য				

এই ইউনিটে আপনাদের পাঠটীকা প্রণয়ন কাজের সুবিধার জন্য দু'একটি পূর্ণাঙ্গ নমুনা সরবরাহ করা হল।

পাঠ পরিকল্পনা
(নমুনা কাঠামো বিন্যাস)

বিদ্যালয়: শ্রেণি: শিক্ষক: সময়: তারিখ:	বিষয়: বাংলা মূল পাঠ: আজকের পাঠ: অনুচ্ছেদ/স্তবক .... অনুচ্ছেদ/স্তবক
আচরণীয় উদ্দেশ্য: (পরিমাপযোগ্য)	সংজ্ঞা দান, উল্লেখ করা, সনাক্ত করা, বর্ণনা করা, নির্দেশ করা, বলা, পুনরাবৃত্তি, পূনর্গঠন করা, ব্যাখ্যা করা, যাচাই করা, অর্থ প্রদান করা, প্রয়োগ করা, শ্রেণিবিন্যাস করা, অনুমান করা, চিহ্নিত করা, লেখা, সূত্র প্রদান করা, বিচার করা, যুক্তি প্রদান করা, পড়া, অনুশীলন করা ইত্যাদি।
প্রস্তুতি	পূর্বজ্ঞান (পূর্বপাঠ/পূর্ব অভিজ্ঞতা) ▪ মানস-প্রবণতা ▪ অনুকূল পরিবেশ ▪ পাঠে অংশগ্রহণ ▪ সম্পৃক্তকরণ
উপস্থাপন:	▪ কবি/লেখক পরিচিতি ▪ আদর্শ পাঠ/অবৃত্তি ▪ উচ্চারণ/শব্দার্থ ▪ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন: বিষয়বস্তু/মূলভাব সম্পৃক্ত প্রশ্নাবলি ▪ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মূল্যায়ন:	▪ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন: মৌখিক ও লিখিত (সমগ্র বিষয়ভিত্তিক) ▪ সারমর্ম/মূল বক্তব্য ▪ অভিযোজন (নিরাময়) ▪ নির্ধারিত কাজ
সমাপ্তি ঘোষণা:	▪ ▪

পাঠ পরিকল্পনা: প্রথম শ্রেণি

বিদ্যালয়ের নাম: শিক্ষকের নাম: শ্রেণি: প্রথম শিশুর সংখ্যা: ৩০ তারিখ:	বিষয়: বাংলা সাধারণ পাঠ: বাক্য পঠন বিশেষ পাঠ: আমার বই। আমি বই পড়ি। সময়: ৩০×২= ৬০ মি: বা ২ পিরিয়ড।
উদ্দেশ্য: শুদ্ধ পঠন ও বর্ণ পরিচয়। যোগ্যতা: শোনা: মনোযোগ সহকারে শুনবে। ধৈর্য সহকারে শুনবে। বলা: পরিচিত জিনিসের (বই) নাম বলতে পারবে। পড়া: বাক্য দুটি ও বাক্যের অন্তর্গত শব্দ কটি জোরে শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। বর্ণ চিনতে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে। কার চিহ্ন (আকার ও ইকার) চিনতে ও বর্ণের সঙ্গে যুক্ত করে পড়তে পারবে। লেখা: বর্ণ, কার, শব্দ ও বাক্য শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।	
উপকরণ: বই, পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছবি (একটি ছেলে ও একটি মেয়ে বই পড়ছে), শব্দ ও বর্ণ কার্ড।	

সোপান	শিক্ষকের কাজ	শিক্ষার্থীদের কাজ
প্র স্তু তি	১। শ্রেণিতে প্রবেশ ও শুভেচ্ছা বিনিময়: আসসালামু আলাইকুম। তোমরা কেমন আছ? ২। শ্রেণি বিন্যাস ৩। স্বাস্থ্য পরীক্ষা (প্রয়োজনে) ৪। পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রশ্ন: (ক) নিজ নিজ বই হাতে নাও (খ) বই উঁচু করে দেখাও ৫। পাঠ ঘোষণা: আজ আমরা ‘আমার বই’ ও ‘আমি বই পড়ি’ বাক্য দুটি পড়ব।	ওয়ালাইকুম অসসালাম। আমরা ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন? বই হাতে নেবে। বই উঁচু করে দেখাবে।

উ প স্থা প ন	১। ছবিটি বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করব: (ক) ছবিতে ছেলেমেয়ে দুটি কি করছে? ছেলেটি বলছে, আমার বই। আমি বই পড়ি। ২। বাক্য দুটি চক বোর্ডে লিখব। ৩। আদর্শ পাঠ (বাক্য পঠন): (ক) ছবি দেখিয়ে বলব, আমার বই। আমি বই পড়ি। (খ) লেখা নির্দেশ করে পড়ব, আমার বই আমি বই পড়ি। (গ) শিক্ষার্থীদের আমার সাথে পড়াতে বলব। আমার বই। আমি বই পড়ি। (ঘ) শিক্ষার্থীদের বই খুলে পড়ার নির্দিষ্ট অংশ বের করতে বলব।	বই পড়ছে। শিক্ষার্থীরা শুনবে। ছবি দেখে ও লেখা দেখে সমন্বয়ে পড়বে, নির্দেশ দিয়ে অনুরূপভাবে কয়েকবার পড়াব। বই খুলবে ও পাঠ দেখাবে।
	ছবি দেখিয়ে বলব আমার বই, আমি বই পড়ি।	ছবি ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়বে।
	(ঙ) পড়া ধরে ধরে পড়। শিশুদের আমার সাথে সাথে নিজ নিজ বইতে পড়া ধরে পড়তে বলব (কয়েকবার)।	শব্দের নিচে আঙ্গুল দিয়ে ধরে ধরে পড়বে, শব্দের নিচে আঙ্গুল দিয়ে ধরে ধরে পড়বে, আমার বই, আমি পড়ি (সমন্বয়ে)।
	(চ) আমি না পড়ে শুধু কাঠি দিয়ে নির্দেশ করব।	নির্দেশ অনুযায়ী পড়বে।
	(ছ) আমি যেটি বলব সেটি কেবল সামনের বেঞ্চের ছেলে-মেয়েরা পড়। পেছনের বেঞ্চের ছেলেমেয়েরা পড়।	সামনের বেঞ্চের ছেলেমেয়েরা পড়বে। পেছনের বেঞ্চের ছেলেমেয়েরা পড়বে।
	(জ) শিশুদেরকে বই দেখে দেখে পড়তে বলব। আমি ঘুরে ঘুরে দেখব। যারা পারছে না তাদের বলে দেব।	বইতে পড়া ধরে ধরে পড়তে থাকবে।
উ প স্থা প	৪। **শব্দ পঠন ও পরিচিতি:** (ক) আমি চক বোর্ডে একটি শব্দ নির্দেশ করে শিশুদেরকে সেই শব্দটি নিজ নিজ বইতে বের করতে বলব। আমি ঘুরে ঘুরে দেখব। যারা পারেনি তাদের ধরিয়ে দেব। (খ) এভাবে শব্দগুলো একে একে ধরে পড়তে বলব। (গ) একটি শব্দ চকবোর্ডে লিখব এবং শিশুদের	শিশুরা শব্দটি ধরবে। নির্দেশ মোতাবেক পড়বে। চকবোর্ডে লেখা শব্দ দেখে পড়বে।

ন	পড়তে বলব (একে একে সব শব্দ)। (ঘ) শব্দ কার্ড দেখে পড়তে বলব (একে একে সব শব্দ)।	শব্দ কার্ড দেখে পড়বে।
	৫। ব্যক্তিগত গঠন: (ক) একজনকে বইতে পড়া দেখে দেখে পড়তে বলব। অন্যদের শুনতে বলব। এভাবে অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে দিয়ে পড়াব।	একজন পড়বে, অন্যেরা শুনবে। পড়ার সময় যে শব্দ পড়বে সেটি আঙ্গুল দিয়ে ধরবে।
উ প স্থা প ন	**৬। বর্ণ পরিচিতি:** (ক) পাঠের নিচে দেওয়া ৪টি শব্দের বানান একে একে পড়ব। যেমন, আমার আ মা র (এভাবে কয়েকবার)। (খ) শিশুদের নিজ নিজ বই দেখে পড়তে বলব। আমি ঘুরে ঘুরে দেখব, যারা পারছে না, তাদের সাহায্য করব। (গ) পড়া থামিয়ে দিয়ে বলব, বানান কর ‘আমার’। বানান কর ‘আমি’ ‘পড়ি’। কয়েকজনকে দিয়ে বানান করাব। (ঘ) চকবোর্ডে ‘আ’ লিখে পড়তে বলব। এভাবে ‘ম’ ও ‘র’ লিখে পড়তে বলব। ‘া-কার’ ও ‘ি-কার’ লিখে পড়তে বলব। (ঙ) নিচে লাল কালি দিয়ে লেখা ‘আ’ ধর, ‘ম’ ধর, ‘র’ ধর। আমি ঘুরে ঘুরে দেখব, কারো ভুল হলে শুদ্ধ করে দেব। ‘পড়ি’ শব্দ থেকে ‘ি-কার’ ধর। আমার শব্দ থেকে ‘া-কার’ ধর। আমি ঘুরে ঘুরে দেখব। যারা পারবে না তাদের দেখিয়ে দেব। (চ) বর্ণ কার্ড দেখিয়ে বর্ণের নাম বলতে বলব। (ছ) বল ম-এ আকার ‘মা’ ড় এ হ্রস্ব ই কার ‘ড়ি’।	শিশুরা আমার সঙ্গে সঙ্গে বইতে ধরে ধরে বানান করে পড়বে। নিজ নিজ বই দেখে পড়তে থাকবে। নির্দেশ অনুযায়ী বানান করবে। শিশুরা পড়বে ‘আ’ ‘ম’ ও ‘র’, ‘া-কার’ ‘ি-কার’। নির্দেশ অনুযায়ী ধরবে। শিশুরা া-কার ি-কার ধরবে। শিশুরা বর্ণের নাম বলবে। শিশুরা বলবে। ম এর আকার ‘মা’; ড়-এ হ্রস্ব ইকার ‘ড়ি’।
উ প	**৭। সামগ্রিক পাঠ:** বইতে পড়াটি ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে পড়, ‘আমার বই’ ‘আমি বই পড়ি’। **৮। লেখা:** (ক) আমি কিভাবে লিখি তা দেখার নির্দেশ দিয়ে চকবোর্ডে লিখব ‘আ’। (খ) খাতা/পেট পেন্সিল দিয়ে আমার অনুসরণে লেখার নির্দেশ দিয়ে আমি চকবোর্ডে লিখব ‘ত’। এর থেকে তৈরি করব ‘অ’। তারপর শেষে আ।	সকলে বই ধরে ধরে একসাথে পড়বে। শিশুরা দেখবে। শিশুরা নিজ নিজ খাতা/পেট-এ লিখবে ‘ত’। এর থেকে তৈরি করবে অ। আমার লেখা দেখে

স্থা প ন	প্রতি স্তরে আমি ঘুরে ঘুরে দেখব এবং কেউ না পারলে হাত ধরে লিখে দেব। সবাইকে পড়তে বলব 'আ'। এভাবে কয়েকবার দেখাব। (গ) এভাবে 'ম' ও 'র' লিখতে শেখাব। (ঘ) আমি কিভাবে লিখি তা দেখাব, নির্দেশ দিয়ে চকবোর্ডে লিখব 'আমার', শিশুদের লিখতে বলব ও ঘুরে ঘুরে দেখব, কেউ না পারলে তাকে দেখিয়ে দেব। (ঙ) চকবোর্ডে লিখব, 'আমি বই পড়ি'। আমার লেখা দেখে দেখে লিখতে বলব। ঘুরে ঘুরে দেখব, যারা পারে না, তাদের লিখতে সাহায্য করব।	দেখে লিখবে আ। সবাই পড়বে 'আ'। ম ও র লিখবে। আমার লেখা দেখে লিখবে 'আমার'। শিশুরা লিখবে 'আমি বই পড়ি'।
মূ ল্যা য় ন	নির্ধারিত যোগ্যতা সব শিশু পুরাপুরি অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবঃ **প্রশ্নঃ** ১। বই দেখে দেখে আজকের পাঠের বাক্য দুটি পড়া কেউ না পারলে তাকে শিখবার সুযোগ দেব। ২। বইয়ের মলাটে লেখা পড়। ৩। 'আমি বই পড়ি' বাক্যটি চকবোর্ডে লিখব ও শিশুদের পড়তে বলব। ৪। এই পৃষ্ঠায় যেখানে যেখানে 'আমার' শব্দ লেখা আছে তা ধর ও পড়। ৫। এই পৃষ্ঠায় যেখানে যেখানে 'আমি' শব্দ লেখা আছে তা ধর ও পড়। ৬। এখানে লেখা 'পড়ি' শব্দ খুঁজে বের করে ধর ও পড়। ৭। 'আমার' শব্দের 'র' বর্ণটি ধর ও পড়। ৮। 'আমি' শব্দের 'ম' বর্ণনটি ধর ও পড়। ৯। 'আমার' শব্দের 'আ' ধর ও পড়। ১০। 'পড়ি' শব্দের হ্রস্ব ই-কার ধর ও পড় এর সাথে যোগ করে পড়। ১১। আমার শব্দ থেকে মা খুঁজে বের কর, ও ম এর সাথে আ-কার যোগ করে পড়। ১২। নিচে লাল কালিতে লেখা আ ম র ধরে পড় এবং আ-কার হ্রস্ব ই-কার ধর। ১৩। খাতায়/পেটে লেখঃ আমার, আমি বই পড়ি।	বাক্য দুটি পড়বে। কেউ না পারলে সাথে সাথে শিখবে। মলাটে লেখা পড়বে। চকবোর্ডে লেখা দেখে পড়বে। 'আমার' শব্দ খুঁজে বের করে পড়বে। কেউ না পারলে শিখে নেবে। 'আমি' শব্দ খুঁজে বের করে পড়বে। 'পড়ি' শব্দ খুঁজে বের করে পড়বে। কেউ না পারলে শিখে নেবে। র বর্ণটি ধরে পড়বে। ম বর্ণটি ধরে পড়বে। আ ধরে পড়বে। ড় এর সাথে হ্রস্বই -কার যোগ করে পড়বে। ম এর সাথে আ-কার যোগ করে পড়বে। আ, ম, র, আ-কার হ্রস্ব ই-কার ধরে পড়বে। নির্দেশ অনুযায়ী লিখবে। কেউ না পারলে দেখিয়ে দেব।

আজকের পাঠের শেষে সালাম বিনিময় করে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করব।

দ্রষ্টব্য: পাঠটি একদিনে শেষ হবে না/দুই দিন ধরে এটা শেখাতে হবে। প্রথম দিন শোনা, বলা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জিত হবে এবং দ্বিতীয় দিন পড়ার ও লেখার যোগ্যতা অর্জিত হবে।

পাঠ পরিকল্পনা: দ্বিতীয় শ্রেণি

বিদ্যালয়ের নাম:	বিষয়: বাংলা
শিক্ষকের নাম:	সাধারণ পাঠ: গদ্য
শ্রেণি: দ্বিতীয়	বিশেষ পাঠ: চা বাগান (প্রথম অনুচ্ছেদ)
শিশুর সংখ্যা: ৩০	
তারিখ:	সময়: ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য: শুদ্ধ পঠন, মর্মগ্রহণ ও ভাষা জ্ঞান বৃদ্ধি।

যোগ্যতা: শোনা: মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে শুনবে।

বলা: চলিত রীতিতে কথা বলতে পারবে।
ছবির পরিচয় দিতে পারবে।

পড়া: পাঠ্যাংশ জোরে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পারবে ও দাঁড়ি চিহ্ন চিনতে পারবে।
পাঠ্যাংশ পড়ে বুঝতে পারবে। কঠিন শব্দের অর্থ বলতে পারবে ও ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।
নিজের লেখা পড়তে পারবে।

লেখা: পাঠের অংশ বিশেষ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে লিখতে পারবে।
দাড়ি চিহ্ন ব্যবহার করে লিখতে পারবে।
শুনে শুনে শব্দ লিখতে পারবে।
পরিচিত শব্দ ব্যবহার করে বাক্য লিখতে পারবে।

উপকরণ:
১। ছবি।
২। স্থানীয় সহজলভ্য উপকরণ।

সোপান	**বিষয়**	**পদ্ধতি**	**মন্তব্য**
প্রস্তুতি	শুভেচ্ছা বিনিময়	প্রয়োজনীয় উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করব।	
	শ্রেণি বিন্যাস	প্রয়োজনে শ্রেণিবিন্যাস ও শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ করব এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেব।	
	নতুন পাঠের প্রতি	নতুন পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ ও পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করব: ১। তোমরা কে কে চা দেখেছ?	শিশুদেরকে

	মনোযোগ আকর্ষণ ও পূর্ব জ্ঞান পরীক্ষা **পাঠ ঘোষণা**	২। আমরা যে চা খাই তা কোথা থেকে পাওয়া যায়? ৩। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে চা গাছ জন্মে? সম্ভাব্য উত্তর পেলে আজ আমরা ‘চা বাগান’ গল্পের প্রথম অনুচ্ছেদ পড়ব, বলে পাঠ ঘোষণা করব ও পাঠশীর্ষ লিখে দেব।	প্রশ্নের জবাব দিতে সাহায্য করা হবে।
উ প স্থা প	উপকরণ প্রদর্শন	ছবিটি শ্রেণির সামনে টানিয়ে দিলে আলোচনার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করব: ১) এটা কিসের ছবি? ২) ছবিতে কি গাছ দেখা যাচ্ছে? ৩) মেয়েরা কি করছে? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর শিশুদের বই খুলে চা বাগান বের করতে বলব। শিশুদের শোনার নির্দেশ দিয়ে আমি পাঠ্যাংশ একবার পড়ব। প্রথম বাক্য পড়ার পর বাংলাদেশের ম্যাপ টানিয়ে সিলেট দেখাব। এবার আমি এক একটি বাক্য পড়ব এবং শিশুরা আমার সাথে সমন্বয়ে পড়বে। এভাবে আমি অন্ততঃ দুবার পড়ব।	ছবি সরিয়ে ফেলা হবে। শিশুরা বইতে পড়া ধরে আমার অনুসরণ করবে। শিশুরা পাঠে অনগ্রসর হলে বেশি বার পড়তে হবে।
ন	শিশুদের পাঠ	তারপর শিশুদের নিজ নিজ বইতে পড়া ধরে ধরে দেখে ব্যক্তিগতভাবে পড়তে বলব। শিশুরা পড়তে থাকবে। আমি ঘুরে ঘুরে দেখব এবং যে পারে না তাকে সাহায্য করব। এভাবে শিশুরা অন্তত দুবার পড়বে।	শিশুরা বই দেখে পড়তে থাকবে।
		এরপর কে কে পড়তে পারবে তা জেনে নেব। বেশ কিছু সংখ্যক শিশু হাত না উঠালে আবার পড়তে দেব। তা না হলে একজনকে জোরে জোরে পড়তে বলব এবং অন্যদেরকে নিজ নিজ বইতে পড়া ধরে পড়ুয়ার অনুসরণ করতে বলব। যারা হাত উঠায়নি তাদেরকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে বলব। এভাবে বেশ কিছু সংখ্যক শিশুকে দিয়ে পড়াব।	যারা পারে তারা হাত উঠাবে। একজন পড়বে, অন্যেরা শুনবে। আজ যারা পড়ার সুযোগ পাবে না, তারা কাল কিংবা পরশু পড়বে।

১	২	৩	৪
উ প স্থা প ন	শব্দার্থ আলোচনা বানান শেখা	পাঠের কঠিন শব্দ এক এক করে চকবোর্ডে লিখব এবং শিশুদের সহযোগিতায় পাশে অর্থ লিখে দেব। শিশুরা নিজ নিজ খাতায় লিখে নেবে ও অর্থ শিখবে। একটি শব্দের বানান জিজ্ঞেস করে কে কে বলতে পারে জানতে চাইব। হাত উঠিয়েছে এমন একজনকে বানান করতে বলব। তার উত্তর শুদ্ধ হলে সবাইকে বই দেখে শব্দটির বানান শিখতে বলব। এভাবে সব কঠিন শব্দের বানান শিখবে।	উত্তর শুদ্ধ না হলে অন্য জনকে বলতে হবে।
	পাঠ্যাংশ আলোচনা	নিম্নরূপ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুদেরকে পাঠ্যাংশ বুঝতে সাহায্য করব: ১) বড় মামা কোথায় থাকেন? ২) তিনি সেখানে কি করেন? ৩) এরা কেন সিলেটে গেছে? ৪) তমাল কে? ৫) এরা কি দেখছে? ৬) দাঁড়ি চিহ্ন কোথায় বসে? ৭) ‘চাকরি’ শব্দ দিয়ে মুখে মুখে বাক্য রচনা কর।	শিশুদের কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে বলব এবং অন্য শিশুদের জবাব দিতে বলব। কেউ না পারলে আমি জবাব বলে দেব।
মূ ল্যা য় ন মূ ল্যা য়	মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নাবলি যোগ্যতা: শোনা- বলা- বলা- পড়া-	আজকের পাঠ থেকে চিহ্নিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা শিশুরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য নিুরূপে ব্যবস্থা গ্রহণ করব: শিশুরা মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে শুনছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করব। চলিত রীতিতে কথা বলছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য পাঠে যেখানে চলিত রীত ব্যবহৃত হয়েছে সেখান থেকে প্রশ্ন করব: যেমন, ১. আমরা সিলেটে এসেছি কেন? ২. ছবিতে মেয়েদের পিঠে কি দেখা যাচ্ছে? ৩. একজনকে (নাম ধরে) প্রথম দুলাইন পড়। ৪. অন্য একজনকে (নাম ধরে) প্রথম দুলাইনে কোথায় কোথায় দাঁড়ি চিহ্ন আছে? ৫. অন্য একজনকে (নাম ধরে) পরের দুলাইন পড় ইত্যাদি। ৬. এই দুলাইনের কোথায় কোথায় দাঁড়ি চিহ্ন আছে?	কে কে বই দেখে পড়তে পারবে তা হাত তুলে জানাবে। কেউ হাত না তুললে তাকে চিহ্নিত করে রাখব ও পরে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

ন	পড়া- বলা পড়া- লেখা লেখা- লেখা-	৭। মামা কোথায় থাকেন? ৮। তিনি সেখানে কি করেন? ৯। খালাত ভাই কাকে বলে? ১০। আমরা ঘুরে ঘুরে কি দেখছি? ইত্যাদি ১১। লেখার যোগ্যতা যাচাই এর জন্য লিখতে দিয়ে নিজ নিজ লেখা দেখে পড়তে বলব। ১২। বই দেখে দেখে প্রথম দুটি বাক্য লেখ? ১৩। আমি যে শব্দ বলব তা শুনে তোমরা নিজ নিজ খাতা পেটে লেখ: যেমন, চাকরি, বাগান। ১৪। বাক্য রচনা কর: বাগান, সিলেট।	শিশুরা লিখবে আমি ঘুরে ঘুরে দেখব। প্রতি স্তরে নিরাময়মূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করব।
	বাড়ির কাজ	পাঠ: বাড়ি থেকে ভাল করে শেখার নির্দেশ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করব।	যদি ২/১ জন কোন যোগ্যতা পুরাপুরি অর্জন করতে না পারে তবে তাদের জন্য পরবর্তী কোন সময়ে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব। [সংগৃহীত]

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. ছড়ার পাঠ থেকে অর্জিত হবে–
   ক. শোনা ও পড়ার যোগ্যতা
   খ. বলা ও লেখার যোগ্যতা
   গ. শোনা ও বলার যোগ্যতা
   ঘ. পড়া ও লেখার যোগ্যতা।

২. শোনার যোগ্যতা অর্জিত হবে–
   ক. কেবল বাংলার পাঠ থেকে
   খ. বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম থেকে
   গ. কেবল গণিতের পাঠ থেকে
   ঘ. উপরের সব কয়টি থেকে।

৩. পড়ার যোগ্যতা শুরু হবে–
   ক. তৃতীয় শ্রেণি থেকে
   খ. দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে
   গ. প্রথম শ্রেণি থেকে
   ঘ. যে কোন শ্রেণি থেকে।

৪. প্রথম শ্রেণিতে আদর্শ পাঠ শুরু হবে–
   ক. শিক্ষক পড়বেন, শিশুরা সাথে সাথে পড়বে
   খ. শিক্ষক পড়বেন, শিশুরা শুনবেন
   গ. শিক্ষক কাঠি দিয়ে নির্দেশ করবেন, শিশুর এক সঙ্গে পড়বে
   ঘ. শিশুরা নিজ নিজ বই দেখে পড়বে।

পাঠ ৮.৪

শিক্ষা উপকরণ: ধারণা, উদ্দেশ্য, ব্যবহার, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি–

- শিক্ষা উপকরণ কাকে বলে এবং এর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষা উকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

ধারণা ও উদ্দেশ্য

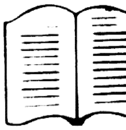

শিক্ষা উপকরণ কি?

কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কিংবা কোন কিছু আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার জন্য আমরা বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করি বা সেগুলোর সাহায্য গ্রহণ করি। এই সাহায্যকারী বা ব্যবহার উপযোগী, জিনিসগুলোই হচ্ছে ঐ কাজটি সম্পন্ন করার উপকরণ। শিক্ষাদান বিশেষ করে ভাষা শিক্ষাদান কাজটি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কাজেই এটি সুসম্পন্ন করতে উপকরণের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আমাদের দেশে শিখন-শেখানোর কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শিখন সামগ্রী হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। আর পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে বা পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পাঠকে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় করে তোলার জন্য কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয়। এগুলোকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠ সহায়ক উপকরণ বলে।

কাজেই পাঠকে শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণীয় ও আকর্ষণীয় করে তোলাই উপকরণ ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপকরণ পাঠ্য বিষয়কে শিশুর কাছে সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করে তোলে। নানা কথাতেও যা বোঝানো যায় না একটি মাত্র উপকরণ তাকে স্পষ্ট করে তুলতে পারে।

উপকরণ কেন?

ছোট্ট শিশুকে ভাষা শিক্ষা দিতে বস্তু, মডেল বা ছবি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। শিশুর কাছে শব্দরূপটি অপরিচিত কিন্তু বস্তু বা বস্তুর মডেল কিংবা ছবি অত্যন্ত পরিচিত, এগুলো শিশুকে আকর্ষণ করে। উপকরণের মাধ্যমে শিশুকে ধীরে ধীরে শব্দ বা বাক্যের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। উচ্চ শ্রেণিতেও বর্ণনাকে স্পষ্ট ও দীপ্যমান করার জন্য উপকরণের ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। অভিজ্ঞতা শিখন তথা জ্ঞানের মাধ্যম। ইন্দ্রিয় মানুষের জ্ঞানের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ। এর সাহায্যে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও ধারণা শিক্ষার্থীর মনে বিশেষ ছাপ ফেলে। শিক্ষা উকরণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে জাগ্রত ও উন্মুক্ত করে তোলে বলেই তা শিখনকে সহজ ও দ্রুত করে। একটি প্রাসঙ্গিক চিত্র, মডেল বা চার্ট কয়েক হাজার শব্দকে ধারণ করতে পারে। কাজেই পাঠের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে উপকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু তাই নয় পাঠের অপেক্ষাকৃত কঠিন ও জটিল দিকগুলোকে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় ও সহজ করে পরিবেশনার ক্ষেত্রেও উপকরণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

উপকরণের ব্যবহার

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষা উকরণের গুরুত্ব অপরিসীম একথা আপনি জানলেন এবং উপকরণ ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। শুধু এটুকুতেই কি হবে? উপকরণের সুষ্ঠু ব্যবহার কৌশলগুলো

আপনাকে জানতে হবে। ব্যবহার কৌশল জানার আগে উপকরণ নির্বাচনের বিষয়টিও আপনাকে ভেবে দেখতে হবে। উপকরণ নির্বাচনের সময় আপনাকে দেখতে হবে উপকরণটির–

উপকরণ নির্বাচন

- প্রাসঙ্গিকতা- উপকরণটি পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত কি না।
- সহজলভ্যতা- সহজে পাওয়া যায় এমন উপকরণ নির্বাচন করবেন।
- ব্যয় স্বল্পতা- বেশি দামি উপকরণ ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।
- উদ্ভাবন যোগ্যতা- উদ্ভাবন করা যায় বা নিজের হাতে তৈরি করা যায়, এমন উকরণ নির্বাচনা করা উচিত।
- ব্যবহার যোগ্যতা- আপনার নির্বাচিত উপকরণটি শ্রেণিকক্ষে আপনার ও শিক্ষার্থীর জন্য ব্যবহার উপযোগী হবে কিনা তা যাচাই করতে হবে।
- নির্ভরযোগ্যতা- সঠিক, শুদ্ধ,সাম্প্রতিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সম্বলিত উপকরণ নির্বাচন করবেন। প্রয়োজনের সময় এটি যেন যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন।
- উপযোগিতা- উপকরণটি নির্দিষ্ট শ্রেণি ও বিষয়ের উপযোগী অবশ্যই হতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে আপনি উপকরণ নির্বাচন করলেন। এখন আপনাকে এর যথাযথ ব্যবহার জানতে হবে। আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে আপনি কোন শ্রেণিতে কোন বিষয়বস্তুর জন্য, কখন, কি উপকরণ ব্যবহার করবেন। সেজন্য আপনি নিচের বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখবেন:

উপকরণ ব্যবহার

- বিষয় সম্পৃক্ততা- শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠনে সাহায্য করবে। কাজেই আপনি যে উপকরণ ব্যবহার করবেন সেটি পাঠের বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত কি না সেটা আগেই যাচাই করে নিন।
- শ্রেণি উপযোগিতা- যে শ্রেণির শিশুদের পক্ষে যে উপকরণ উপযুক্ত সেই শ্রেণিতে সেই উপকরণ ব্যবহার করুন। উপকরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত ধারণা যদি শিশুরা না বুঝতে পারে তবে উপকরণটি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।
- সময়োপযোগিতা- যে সময়ে যে উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন সে সময়ে সে উপকরণ শ্রেণি সামনে উপস্থাপন করুন। প্রয়োজন শেষ হলে সরিয়ে ফেলুন। তা না হলে শিশুদের মন উপকরণের দিকে নিবিষ্ট থাকবে। তা ছাড়া যে উপকরণ পাঠের শুরুতে ব্যবহার করবেন প্রয়োজন না হলে সে উপকরণ পাঠের শেষে ব্যবহার করবেন না।
- দর্শনযোগ্যতা- ছবি, মডেল, চার্ট বা অন্য যে কোনও উপকরণ এমন আকার ও আকৃতির ব্যবহার করুন যেন শ্রেণির সব শিশু সেটি দেখতে পায়। এ ছাড়া উপকরণটি এমন জায়গায় স্থাপন করুন যেন শ্রেণিকক্ষের সব জায়গা থেকে তা দেখা যায়।
- বাস্তবতা ও হৃদয়গ্রাহিতা- যথাসম্ভব বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করুন। বস্তব উপকরণ না পেলে তার মডেল বা ছবি ব্যবহার করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ রাখবেন ছবি কিংবা মডেলটি যেন মূল বস্তুটিকে প্রকাশ করে। আরও মনে রাখবেন উপকরণের আকার আকৃতি ও রং যেন বাস্তবানুগ ও আকর্ষণীয় হয়।
- উপকরণ বাহুল্য- এক সাথে অনেক উপকরণ ব্যবহার করবেন না। এতে সময় অপচয় হয় এবং শিক্ষার্থীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।
- উপকরণ হিসেবে চকবোর্ড- শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসেবে চকবোর্ড সহজলভ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। একে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করুন।

- উপকরণ হিসেবে আপনি নিজে- মনে রাখবেন ভাষা শিক্ষক হিসেবে আপনি নিজেই উৎকৃষ্ট উপকরণ। আপনার হাত, পা, মুখ, চোখ, কণ্ঠস্বর, মার্জিত উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, ব্যবহার সব কিছুকেই আপনি বিভিন্নমুখী উপকরণ হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহার করতে পারেন।

উপকরণ: সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

সংগ্রহ

শিক্ষা উপকরণ ছড়িয়ে আছে সব খানে। ফুল-ফল, লতা-পাতা, ছবি-মডেল, সহায়ক গ্রন্থ পাঠ সম্পর্কিত এ সব উপকরণ একটু যত্নবান হলেই আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে আপনি নিজের উদ্যোগে ও শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বিভিন্ন পাঠ সহায়ক গ্রন্থ, খ্যাতিমান কবি/সাহিত্যিকদের ছবি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, ব্যাকরণের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত চার্ট, বানানে চার্ট, মডেল ইত্যাদি সংগ্রহ বা তৈরি করতে পারেন।

সংরক্ষণ

সংগৃহীত কিংবা প্রস্তুতকৃত উপকরণ অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় সেগুলো ব্যবহার করা যায়। তা না হলে উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরি করে শেষ করা যাবে না। সংরক্ষিত উপকরণ প্রয়োজন মত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাঠে ব্যবহার করা যায়। সংরক্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছন্ন ও শুকনো স্থান বা পাত্র ঠিক করে নিন যেখানে উপকরণগুলো পরিকল্পিত ভাবে সাজিয়ে রাখতে পারবেন। লক্ষ রাখবেন যেন পোকা-মাকড়, বৃষ্টি-বাদল বা অন্য কিছু দ্বারা উপকরণগুলো নষ্ট না হয়ে যায়। সবশেষে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, আপনি নিজেও একটি উপকরণ নিজেকে সঠিক ও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন:

১. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য কি?
ক. পাঠকে গ্রহণীয় ও আকর্ষণীয় করা
খ. পাঠের জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করা
গ. শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কে সুদৃঢ় করা
ঘ. পাঠ উপস্থাপনের পরিবেশ তৈরি করা।

২. শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন কালে কোন ধরনের উপকরণকে প্রাধান্য দেবেন?
ক. দুর্লভ
খ. মূল্যবান
গ. প্রাসঙ্গিক
ঘ. স্থায়ী।

৩. নির্ভরযোগ্য উপকরণের ক্ষেত্রে কোনটি বিশেষ বিবেচনা লাভ করবে?
ক. প্রাসঙ্গিকতা
খ. শুদ্ধতা
গ. সম্পূর্ণতা
ঘ. আকর্ষণীয়তা।

৪. কোন উক্তিটি সত্য?
ক. এক সঙ্গে যত বেশি উপকরণ ব্যবহার করা যাবে পাঠ উপস্থাপন ততবেশি সার্থক হবে
খ. বর্ণনামূলক পাঠ উপস্থাপন কালে উপকরণ ব্যবহার না করাই ভাল
গ. পাঠদান কালে বেশি সময় ধরে উপকরণ প্রদর্শন করলে এর উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়
ঘ. শিক্ষা উপকরণ সহজলভ্য ও নির্ভরযোগ্য হওয়া আবশ্যক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ কাকে বলে?

২. শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি?

৩. শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. যে কোন একটি শ্রেণির দলভিত্তিক বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করুন।

২. পাঠটীকা প্রণয়ন কৌশল বর্ণনা করুন।

৩. পাঠটীকা প্রণয়ন সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করুন।

৪. শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার কৌশল বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১: ১। গ, ২। ঘ, ৩। ক,

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২: ১। খ, ২। ক, ৩। ঘ,

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩: ১। গ, ২। ঘ, ৩। গ, ৪। খ,

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪: ১। ক, ২। গ, ৩। খ, ৪। ঘ,

গ্রন্থপঞ্জী

১. পি টি আই প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ঢাকা।

২. মুদ্রণেঃ দি পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

৩. আবশ্যকীয় শিখনক্রম বিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৮৮, সহযোগিতায়ঃ ইউনিসেফ, ঢাকা।

৪. আবশ্যকীয় শিখনক্রম (প্রাথমিক শিক্ষা) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড, ঢাকা।

৫. প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের ব্যবহারের জন্য

৬. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমিতে শিখনক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন কার্যক্রম।

৭. আবশ্যকীয় শিখনক্রম ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা, মুদ্রণেঃ আমাদের বাঙলা প্রেস লিঃ

৮. পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠদান অনুশীলন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৯. ভাষা ও মাতৃভাষা, স্কুল অব এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

১০. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম ও দশম শ্রেণির জন্য), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

১১. পিটিআই প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা। মুদ্রণেঃ বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা।

১২. বাংলা পড়াবার নূতন পদ্ধতি, সুধীর চন্দ্র রায়, প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা।

১৩. বাংলা ভাষার শিক্ষা পদ্ধতি, কল্যাণী কালেবর, মিত্র বিহার প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা।